- বর্ষ ২০২৩
- সংখ্যা ০১
- জানুয়ারি- মার্চ

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২২ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

ঘাসফুলের ওয়েবিনারে বক্তারা:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ প্রয়োজন

তুরস্কের ভয়াবহ ভূমিকম্প গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছে। উন্নয়নের সকল পরিকল্পনায় দুর্যোগ পরিকল্পনা রাখা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। দেশে মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বেড়েছে তাই এসকল দুর্যোগের কারণ খুঁজে দায়ী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় নিয়ে আসাসহ বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন, সকল উন্নয়নে পাহাড়, জলাশয়, খালবিল প্রকৃতি অক্ষত রাখতে সরকারকে নিতে হবে কঠোর অবস্থান। ইটভাটায় নির্বিচারে আবাদি জমির মাটি পোড়ানো একসময় কৃষিক্ষেত্রে ভয়াবহ দুর্যোগ নিয়ে আসতে পারে এবং এ বিষয়ে এখনই সতর্ক হওয়া জরুরী। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশমনমূলক কার্যক্রম ও কনটিনজেনসি ফান্ড এন্ড প্ল্যান বাড়াতে বেশী মনোযোগী হতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগের তীব্রতা, ধরণ ও ব্যাপ্তি বেড়েছে। এ বিষয়ে তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে হবে যা পরিবেশ রক্ষা ও দুর্যোগ বিষয়ে ভবিষ্যতের গবেষণায় কাজে লাগবে। দেশে শিল্প বাড়ছে, ঝুঁকিও বাড়ছে তাই নিরাপত্তা বিধানে দক্ষ প্রশিক্ষিত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যাও বাড়ানো প্রয়োজন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় উপযোগী অবকাঠামো তৈরি করতে হবে।

উন্নয়নের সকল পরিকল্পনায় দুর্যোগ পরিকল্পনা রাখা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। দেশে মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বেড়েছে তাই এসকল দুর্যোগের কারণ খুঁজে দায়ী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় নিয়ে আসাসহ বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন, সকল উন্নয়নে পাহাড়, জলাশয়, খালবিল প্রকৃতি অক্ষত রাখতে সরকারকে নিতে হবে কঠোর অবস্থান। ইটভাটায় নির্বিচারে আবাদি জমির মাটি পোড়ানো একসময় কৃষিক্ষেত্রে ভয়াবহ দুর্যোগ নিয়ে আসতে পারে এবং এ বিষয়ে এখনই সতর্ক হওয়া জরুরী। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশমনমূলক কার্যক্রম ও কনটিনজেনসি ফান্ড এন্ড প্ল্যান বাড়াতে বেশী মনোযোগী হতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগের তীব্রতা, ধরণ ও ব্যাপ্তি বেড়েছে। এ বিষয়ে তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে হবে যা পরিবেশ রক্ষা ও দুর্যোগ বিষয়ে ভবিষ্যতের গবেষণায় কাজে লাগবে। দেশে শিল্প বাড়ছে, ঝুঁকিও বাড়ছে তাই নিরাপত্তা বিধানে দক্ষ প্রশিক্ষিত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যাও বাড়ানো প্রয়োজন।

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস (১০ মার্চ) উপলক্ষে গত ০৯ মার্চ বৃহস্পতিবার ঘাসফুল আয়োজিত 'টেকসই উন্নয়নের জন্য দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। ঘাসফুল চেয়ারম্যান ও সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সঞ্চালনায় ওয়েবিনারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ক্যাপ্টেন (অব.) এ.বি. তাজুল ইসলাম এমপি প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, দুর্যোগের জন্য আমরা যে খরচ করি তা জাতির জন্য ইনভেস্টমেন্ট, এক্সপেন্ডিচার নয়। স্বাগত বক্তব্য দেন ঘাসফুল'র সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস'র প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন। প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) এর উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির সদস্য প্রফেসর ড. মাহবুবা নাসরীন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট এর সহকারী অধ্যাপক ড. আহমেদ ইশতিয়াক আমিন চৌধুরী, একশন এইড বাংলাদেশ'র কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, স্টার্ট নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ'র কান্ট্রি ম্যানেজার সাজিদ রায়হান।

উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মুখ্যসচিব ড. মোঃ আবদুল করিম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর যুগ্মসচিব ও ডিআরএমইপি প্রজেক্ট'র পরিচালক সুব্রত পাল চৌধুরী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হেডকোয়ার্টার্স এর উপপরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) মোঃ কামাল উদ্দীন ভূঁইয়া এবং চট্টগ্রাম বিভাগের উপপরিচালক মোঃ আব্দুল হালিম, সিভিল সার্জন-চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ডাঃ মোঃ নুরুল হায়দার।

◢ *বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন*

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ প্রয়োজন... ১ম পৃষ্ঠার পর

পরিবেশ অধিদপ্তর-চট্টগ্রাম এর উপ পরিচালক মোঃ ফেরদৌস আনোয়ার, চট্টগ্রাম জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা সজীব কুমার চক্রবর্ত্তী, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আরবান পরিকল্পনা বিভাগের উপ প্রধান ঈসা আনসারি, ইউএনডিপি'র সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি সরদার এম আসাদুজ্জামান, কুতুবদিয়া বড়ঘোপ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম, মহেশখালী মাতারবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আবু হায়দার।

এসময় আরো সংযুক্ত ছিলেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি (ডিসি ক্রাইম) নিষ্কৃতি চাকমা, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী চট্টগ্রাম রেঞ্জ এর উপপরিচালক সোনিয়া বেগম, বাংলাদেশ গালর্স গাইড, চট্টগ্রাম অঞ্চল এর ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক কমিশনার মোসফেকা আক্তার চৌধুরী, সাংবাদিক জোবায়দুর রশিদ, ঘাসফুল এর নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, সাধারণ পরিষদ সদস্য অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, জাহানারা বেগম, ডাঃ সেলিমা হক, ঝুমা রহমান, গাউসিয়া কমিটি মানবিক কর্মসূচী চট্টগ্রামের প্রধান সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস এর শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিসহ ঘাসফুলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। **ওয়েবিনারে ৮টি সুপারিশমালা গৃহীত হয়।**

সুপারিশমালা সমূহ:

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি দেশের এনজিওসহ অন্যান্য বেসরকারি খাতের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, কমিউনিটি পর্যায়ে ব্যাপক প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক তৈরী এবং তাদের আধুনিকায়ন ও সার্বক্ষণিক সক্রিয় রাখার জন্য চতুর্থশিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় উপযোগী একটি কার্যকর অবকাঠামো তৈরি করা।

২. বিল্ডিং-কোড সংশোধন ও সারাদেশে তা বাস্তবায়ন, উন্নয়নে পাহাড়, জলাশয়, খালবিল অর্থাৎ প্রকৃতিকে অক্ষত ও অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন ধরণের শিল্প স্থাপনে সর্বোচ্চ সতর্কতা নিশ্চিতকরণে সরকারের কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো স্থাপন। মানবসৃষ্ট দুর্যোগের কারণ খুঁজে বের করে যারা দায়ী তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা।

৩. স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে দুর্যোগ মোকাবেলায় শুধু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নয়, প্রশমনমূলক দক্ষতা ও কার্যক্রম (কনটিনজেনসি ফান্ড এন্ড প্ল্যান) বাড়াতে বেশী মনোযোগী হতে হবে। দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশের তরুণ ও কমিউনিটির অবদান স্বীকৃতি দিতে হবে, সকল আয়োজনে প্রতিবন্ধী ও নারীদের আরো ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে এলাকাভিত্তিক স্থানীয়ভাবে কার্যকর কনটিনজেনসি এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। সকল কার্যক্রম ও পরিকল্পনায় স্থানীয়করণে গুরুত্ব দিতে হবে।

৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগে আগাম সতর্কতার উন্নয়ন করতে হবে। কৃষি ও হাসপাতাল, সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরের জন্য আলাদা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা। সরকারের সেফটি নেট এর পরিধি ও পরিমাণ বাড়াতে হবে।

৫. আমাদের শিক্ষাক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা।

৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সব জ্ঞান, পরিকল্পনা ও নথির জন্য একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ফোরাম তৈরি করতে হবে।

৭. ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র এবং ইরোশেন ম্যাপ তৈরি করা। ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে উদ্ধার ও অনুসন্ধান তৎপরতায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। Standing Orders on Disaster (SOD) হালনাগাদ করা।

৮. দেশে ভূমিকম্পসহ যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলা, অনুসন্ধান ও উদ্ধার এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমন্বয় বাড়াতে হবে। সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও সমন্বয় জোরদার করা এবং যথাযথ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা।

চট্টগ্রামের রাউজানে অটিজম বিষয়ক কর্মশালায় ঘাসফুল'র অংশগ্রহণ

একুশে ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের শিশু বিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলাস্থ সায়মা ওয়াজেদ পুতুল অটিজম ইনিষ্টিটিউট ও হোম আয়োজিত কর্মশালায় ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে। কর্মশালার শুরুতে স্টল পরিদর্শন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রেলপথ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ. বি. এম. ফজলে করিম চৌধুরী এমপি। স্টল পরিদর্শনকালীন আগত অতিথিদের ঘাসফুল কর্তৃক অটিজম ও প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন সংস্থার সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন। প্রধান অতিথি ঘাসফুল এর প্রশংসা করে এধারা অব্যাহত রাখতে আহবান জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্য ডাঃ মইনুল ইসলাম মাহমুদ, মা ও শিশু হাসপাতালের শিশু বিকাশ কেন্দ্রের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার প্রতিনিধিবৃন্দ।

কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলনের সহায়তায়

হাটহাজারীতে তিন'শ জনকে ঘাসফুলের কম্বল বিতরণ

কোন শ্রেণী বা পেশার জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে, অবহেলিত রেখে দেশ বা জাতির অগ্রযাত্রা সম্ভব নয়। বিশেষ করে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর যথাযথ সম্মান ও বার্ধক্যজনিত যত্ন নেয়া সকল সচেতন ও সক্ষম ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সমাজ তথা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। হাটহাজারীতে শীতার্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের মাঝে কম্বল বিতরণকালে বক্তারা এসব কথা বলেন।

গত ৭ জানুয়ারী চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণ ও মেখল ইউনিয়নস্থ সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়ে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল'র ব্যবস্থাপনায় কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন এর সহায়তায় উক্ত দু'টি ইউনিয়নের ১৫০জন করে মোট ৩০০জন প্রবীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার পরিচালক মোঃ ফরিদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন এর চীফ ম্যানেজার ও হেড অব চিটাগাং অপারেশন মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল'র অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন'র ডেপুটি চীফ ম্যানেজার আসেম চৌধুরী, জুবলী রোড শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ ইমরান হোসেন ও ব্যাংক অব সিলনের কর্মকর্তা সৌমিত্র চৌধুরী, তাজুল ইসলাম, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক মোঃ নাছির উদ্দিন, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ নাজিম উদ্দিন, গুমানমর্দ্দন প্রবীণ কমিটির সভাপতি সরওয়ার্দী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিউল আলম, গুমানমর্দ্দন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ আরিফসহ সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ও লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিটের সহায়তায় ম্যারিকো বাংলাদেশের সৌজন্যে

নওগাঁ'র নিয়ামতপুরে ঘাসফুলের কম্বল ও পেট্রোলিয়াম জেলি বিতরণ

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর সদর ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র অফিস প্রাঙ্গনে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল ও পেট্রোলিয়াম জেলি বিতরণ করা হয়। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ও লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিটের সহায়তায় ম্যারিকো বাংলাদেশের সৌজন্যে প্রাপ্ত স্থানীয় ৫০০ জন প্রবীণ, দরিদ্র ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির মাঝে কম্বল বিতরণ এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র, সাংশৈল দারুল উলুম কারিমিয়া মাদ্রাসা, নিয়ামতপুর হযরত আলী (রা.) হাফেজিয়া মাদ্রাসা, কানন হালিমাতুস ছাদিয়া মহিলা হাফেজিয়া মাদ্রাসাসহ মোট ৬০০ জন শিশু শিক্ষার্থী'র মাঝে পেট্রোলিয়াম জেলি বিতরণ করা হয়। নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ফারুক সুফিয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ফরিদ আহম্মেদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন নিয়ামতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ বজলুর রহমান নঈম, সাবেক ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য নাজনীন রহমান, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক সাঈদুর রহমান খান, কে এম জি রাব্বানী বসুনিয়া, ভারপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন। সংস্থা'র এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী ধর্মজয় বর্মণ, এসইপি টেকনিক্যাল অফিসার এস. এম. কামরুল হাসান, শাখা ব্যবস্থাপক আবুল কালাম আজাদসহ স্থানীয় মিডিয়াকর্মী, শিক্ষক ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদদের প্রতি ঘাসফুলের শ্রদ্ধাঞ্জলী

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ঘাসফুল।

চট্টগ্রামে টাইগারপাস কলোনীস্থ শিখন কেন্দ্রের সাবেক শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও ভোরে প্রভাত-ফেরির মাধ্যমে স্থানীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায় চট্টগ্রামের টাইগারপাস কলোনীস্থ ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রোগ্রামের সাবেক শিক্ষার্থীরা। পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন এলাকা উন্নয়ন কমিটি ও ঘাসফুল বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা কমিটির সভাপতি এস. এম. শাহ নেওয়াজ, ঘাসফুলের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম, কর্মকর্তা সৈয়দা নার্গিস আক্তার, মোঃ নাজিম উদ্দিন, আবদুল ওয়াদুদসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

জাতীয় শিশু দিবস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উদযাপন

জাতীয় শিশু দিবস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মদিন উপলক্ষে ঘাসফুল ১৭ মার্চ সকালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি চট্টগ্রামস্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে এবং চান্দগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ঘাসফুল।

‘ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন’

আমরা জানি ০৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসটি প্রাথমিকভাবে ১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্ক সিটিতে উদযাপিত হয়েছিল। সারা বিশ্বে নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অর্জনকে সম্মান জানাতে এই দিনটি ব্যাপকভাবে পালিত হয়। দিনটি লিঙ্গ সমতা, প্রজননের অধিকার, নারীদের উপর হিংসা ও নির্যাতন, নারীর সমান অধিকার ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এবারের বৈশ্বিক শ্লোগান “DigitALL: Innovation and technology for gender’ যা বাংলায় নির্ধারিত হয়, ‘ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন’। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় উপযোগী। মূলত তথ্যপ্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে নারীকে অনুপ্রেরণা জোগাতে এই বছরের নারী দিবসের শ্লোগান নির্বাচন করা হয়েছে। একটু খেয়াল করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয় প্রযুক্তি ব্যবহারে লিঙ্গ বৈষম্যতা একসময় অত্যন্ত প্রকট ছিলো। যেমন ধরা যায় একসময় পায়ে চালানো সেলাই মেশিন পুরুষেরা এবং হাতে চালানো সেলাই মেশিন নারীরা ব্যবহার করতেন। পুরুষের মতো নারীদেরও শক্ত দু’টো পা থাকা সত্ত্বেও হস্তচালিত সেলাই মেশিন ব্যবহার করা লাগতো। একসময় নারীরা সে ব্যবধান ভাঙলো এমনকি তারা সেলাই জগতের সবচেয়ে আধুনিক মেশিন তারা ব্যবহার করতে শুরু করলো। বাড়ীতে সাধারণত যে ফোনটি কমনলি ব্যবহার হয় তার মালিকানা কিন্তু বাড়ীর পুরুষ কর্তার। যে বয়সে ইন্টারনেটে, সোস্যাল মিডিয়াতে একজন কিশোরী বা একজন তরুণী কন্যার শেখার সবচেয়ে উর্বর সময় তখন তাদের অভিভাবকেরা সাইবার হেনেস্থার ভয়ে, অনিরাপত্তার ভয়ে কন্যা সন্তানদের দূরে সরিয়ে রাখতে চান। প্রযুক্তি এখন মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর বিষয় নয়। এখন নারী ব্যবহারকারীদের প্রযুক্তিতে অংশগ্রহণ বেড়েছে। বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিদ্যার মত বিষয়ের পড়াশোনায় নারীর অংশগ্রহণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে তবে ছেলেমেয়েদের প্রযুক্তিগত শিক্ষা গ্রহণে সুযোগের ক্ষেত্রে এখনো পারিবারিক বৈষম্য রয়েছে। বিজ্ঞানে বায়োলজির মত শিক্ষায় নারীদের বেশি দেখা গেলেও প্রকৌশল শিক্ষায় মেয়েদের উপস্থিতি এখনো কম। অনলাইন একসেস পাওয়ার ক্ষেত্রে এখনো জেন্ডার গ্যাপ রয়েছে।

জিএসএমএ, লন্ডন কর্তৃক প্রকাশিত দ্য মোবাইল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৮৬ শতাংশ পুরুষের মুঠোফোন আছে। অন্যদিকে মুঠোফোন ব্যবহারকারী নারীর সংখ্যা ৬১ শতাংশ। মানে এ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের বৈষম্য ২৯ শতাংশ। মুঠোফোনে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য আরও প্রকট, প্রায় ৫১ দশমিক ৫ শতাংশ। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, মা-বাবা তাঁর পুত্রসন্তানকে প্রয়োজনে মুঠোফোন বা ল্যাপটপ কিনে দিতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু কন্যাসন্তানের একটি নিজস্ব ডিভাইস পেতে স্বচ্ছল পরিবারেও অনেক বেগ পেতে হয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। উন্নয়নকে টেকসই করতে নারীসমাজকে সঙ্গে নিয়েই উন্নয়নের ধারায় অগ্রসর হতে হবে। আজকের দিনে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তথ্যপ্রযুক্তিকে নারীমুক্তি ও জেন্ডার সমতার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে এবং তাদের বেশিরভাগই স্মার্টফোন ব্যবহার করে। বাংলাদেশের মানুষের ডিজিটাল অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও বাড়ছে। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল বিশ্বকে নারী-পুরুষ সকলের জন্য নিরাপদ, সহজলভ্য, সৃজনশীল, সহনশীল এবং মানবিক করে গড়ে তুলতে আমাদের বেশ কিছু বিষয়ে নজর দেয়া জরুরী। নারীর ক্ষমতায়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এসডিজির ৫ নম্বর লক্ষ্য অর্জনে বাধাসমূহ দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, তথ্যপ্রযুক্তিতে গণনারীর সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিতের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, বাংলাদেশ পুলিশ পরিচালিত সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন পরিসেবাটিকে আরও গণনারীর কাছে পৌঁছানোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, নারীবান্ধব প্রযুক্তির বিকাশকে উৎসাহিত করতে সরকারী প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ, ইন্টারনেটের দাম কমানো, তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত ডিভাইজসমূহ সহজলভ্য করা, অনলাইনে গুজব, ভুলতথ্য ও মিথ্যা এবং নারী বিদ্বেষী, অপতৎপরতা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অনলাইনে হয়রানি ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার নারীরা যাতে সহজে অভিযোগ করতে পারে এবং প্রতিকার পেতে পারে তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি। এখনো তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণে মেয়েদের কম উপস্থিতির অন্যতম কারণগুলো হলো সামাজিক বাধা, প্রাতিষ্ঠানিক বাধা, নীতিগত পরিবর্তনের অভাব। এক্ষেত্রে সাইবার অভিযোগ ও সমস্যা সমাধানে থাকা জ্ঞানের ঘাটতি দূর করতে কাজ করতে হবে। প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধের জন্য নিজেদেরকে সচেতনভাবে মোকাবেলা করতে হবে। প্রান্তিক নারীদেরকে প্রযুক্তি ব্যবহারের মূলধারার সাথে যুক্ত করতে হবে। আশার কথা হলো বর্তমানে অনলাইন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেসে লিঙ্গগত পরিচিতির চেয়ে কাজের দক্ষতাকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। বলা যায় আধুনিক প্রযুক্তি নারীদের কর্মক্ষেত্র প্রসারে একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা এখন একটা প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত বিশ্বে বসবাস করছি। নারীদের জন্য প্রযুক্তির সংকট ও সম্ভাবনা দুটোই রয়েছে। সুতরাং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় প্রযুক্তির ব্যবহার কিভাবে হবে, নারীকে কিভাবে অরো বেশী প্রযুক্তির সাথে যুক্ত করা যায় তা নিয়ে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক হারে গবেষণা, আলোচনার প্রয়োজন। প্রযুক্তির মধ্যে নারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীকে আনার ফলে আরও সৃজনশীল সমাধান পাওয়া যায় এবং নারীর চাহিদা পূরণ করে এবং লিঙ্গ সমতাকে উন্নীত করে এমন উদ্ভাবনের সম্ভাবনাই বেশি। ইউএন উইমেনস জেন্ডার স্ন্যাপশট ২০২২ রিপোর্ট অনুসারে, ডিজিটাল বিশ্ব থেকে নারীদের বাদ দেওয়ায় গত এক দশকে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলির মোট দেশজ উৎপাদন থেকে এক ট্রিলিয়ন কম হয়েছে। এই প্রবণতাকে উল্টাতে হলে সর্বপ্রথম অনলাইন সহিংসতার সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে। কারণ যে হারে নারীর অগ্রগতি হয়েছে সে হারে কমেনি নারীর প্রতি সহিংসতা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটলেও নারীর প্রতি সহিংসতা কমেনি আশানুরূপ। বরং ক্রমান্বয়ে এ সহিংসতা বেড়েই চলেছে। এ অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। আশানুরূপ না হলেও এই সংকটের মধ্যে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে। সরকার ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী ও শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। সরকারের লক্ষ্য ২০৩০ সালে এসডিজি অর্জন ও ২০৪১ সালে উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ অর্জন। লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার নারী ও শিশুর উন্নয়নে বেশকিছু আইন-নীতি ও বিধিমালা তৈরি করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১; জাতীয় শিশু নীতি ২০১১; শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩; মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতিমালা ২০১৬ (খসড়া); জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নকল্পে কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০১৫; পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০; ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪; পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৩; বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন। দুস্থ নারীদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা মূলক ভিজিডি কার্যক্রম। দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার (স্তন্যদানকারী মা) সহায়তা, শিক্ষিত বেকার মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে দেশের সবকটি জেলার শিক্ষিত বেকার নারীদের কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে ‘জয়িতা’ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিপণন এবং বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী কাজ করছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমান সরকার প্রণয়ন করেছে নারীবান্ধব বাজেট এবং নারীবান্ধব বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে উন্নয়নের সবক্ষেত্রে নারীকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি, খেলাধুলাসহ পেশাভিত্তিক সব ক্ষেত্রে আজ রয়েছে নারীদের গর্বিত পদচারণ। এ বিষয়ে বেগম রোকেয়ার দৃপ্ত উচ্চারণ ছিল, ‘পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয় তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে লেডী কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিস্টার, লেডী জজ সবই হইবই’ (স্ত্রী জাতির অবনতি)। বেগম রোকেয়ার এধরণের উৎসাহমূলক বাণীকে ধারণ করে আধুনিক কালের আরেকজন নারী কবির ভাষায় বলতে চাই, “তুমি মেয়ে, / তুমি খুব ভাল করে মনে রেখো/ তুমি যখন ঘরের চৌকাঠ ডিঙোবে/ লোকে তোমাকে আড়চোখে দেখবে। /তুমি যখন গলি ধরে হাঁটতে থাকবে/ লোকে তোমার পিছু নেবে, / শিস দেবে। / তুমি যখন গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠবে/ লোকে তোমাকে চরিত্রহীন বলে গাল দেবে। / যদি তুমি অপদার্থ হও/ তুমি পিছু ফিরবে/ আর তা না হলে/ যেভাবে যাচ্ছ, যাবে”।

যৌন হয়রানিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও কর্মস্থল

ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী

দার্শনিক এবং সমাজবিজ্ঞানীরা মানব সমাজ এবং এর নির্ধারককে বোঝার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ঐক্যমত্যে আসতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ ডারউইন প্রকৃতিকে বিবর্তনের (Evolutionary model) পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন যা পরবর্তীতে সমাজবিজ্ঞানীরা বিবর্তনবাদের ধারায় সামাজিক পরিবর্তনকে বোঝার জন্য ব্যবহার করেছেন।

অন্যদিকে কার্ল মার্কস সমাজকে শ্রেণী সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন যা অর্থনীতিই নিয়ামক (Economic determinism) শক্তি নামে পরিচিত। ফ্রয়েড সমাজ এবং মানব আচরণকে জৈবিক কারণের ভিত্তিতে দেখেছেন যা সৃষ্টি এবং ধ্বংসকে নির্দেশ করে যার মাধ্যমে সভ্যতা এগিয়ে যায়, এটা জৈবিক নির্ণয়বাদ (Biological determinism) নামে পরিচিত যাতে প্রজননের জন্য যৌন ক্রিয়ার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

ফ্রয়েড মনে করেন যৌনতাই জীবন - যৌন চিন্তাই মানুষের সকল কর্মের ও ব্যবহারের ভিত্তিমূল। ফ্রয়েডের মতে কাম প্রবৃত্তি লিবিডো (Libido) হলো কামজ সহজতর প্রবৃত্তি। Libido'র মূল অর্থ যৌন প্রেরণা। এই Libido মানুষের সকল প্রকার ব্যবহার ও কর্মের নিয়ন্তা। মানুষ কাজ করে যৌন প্রবৃত্তি থেকে এবং যৌন প্রবৃত্তি সমাজের সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে। শৈশবকাল থেকে বৃদ্ধকাল অবধি মানুষের মধ্যে কামপ্রবৃত্তি বা যৌন চেতনা বর্তমান থাকে। তবে অনেক মনোবিজ্ঞানী Libido কে একমাত্র যৌন প্রেরণা মনে না করে গতিশীল চেতনিক শক্তি (Phychic Energy) হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

পশুদেরও যৌন চাহিদা আছে। কিন্তু মানুষ যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ধর্মীয় বিধিনিষেধ, সামাজিক রীতিনীতি এবং মানুষের দ্বারা সৃষ্ট মূল্যবোধের দ্বারা। কিন্তু এই জৈবিক চাহিদা ইড (ID), যৌন আকাঙ্ক্ষা সামাজিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না যা যৌন সহিংসতার দিকে পরিচালিত করে।

যৌন হয়রানি/নির্যাতনের কারণ: ০১. যৌন আচরণ সম্পর্কে অজ্ঞতা। ০২. যৌন উত্তেজনা ও উদ্দীপক সামগ্রী। ০৩. আইটি এবং পর্নোগ্রাফির সহজ লভ্যতা। ০৪. অর্থনৈতিক বা অন্যান্য কারণে স্ত্রীর সাহচর্য থেকে দূরে থাকা। ০৫. ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ। ০৬. দায়মুক্তির সংস্কৃতি। ০৭. আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব। ০৮. শাস্তির ক্ষেত্রে শিথিলতা। ০৯. খোঁড়া যুক্তিতে পার পাওয়া এবং চূড়ান্তভাবে ১০. ফ্রয়েডের দৃষ্টিতে ID - আদিম প্রবণতা।

ফ্রয়েডের মতে মানুষের ব্যক্তিত্বের কাঠামোর ৩টি মৌলসত্ত্বা বা উপাদান ঃ

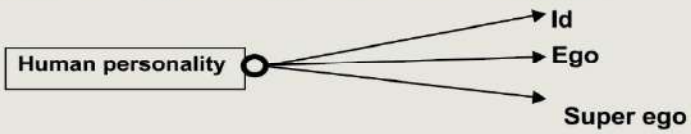

ইড (ID): ইড হল জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়না, সহজাত প্রবৃত্তি, তাড়না নোদনা প্রভৃতি নিয়ে হল ইড। এটা মনের আদিম স্তর। মনের অসামাজিক কামনা বাসনা ও ইচ্ছা মনের সমস্ত কামনা বাসনার আশ্রয়স্থল হল ইড। ইড (ID) অভ্যন্তরীণ মন এবং বাইরের পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য করে না' (দ্য ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপিডিয়া ১৯৯৩: ৪৫৭)

অহম / ইগো: (Ego) অহম হলো মনের চেতনা বা সজ্ঞান স্তর। "অহম হল যুক্তিবাদী সত্ত্বা, যা "বাস্তবতার নীতি অনুসারে কাজ করে, এক ধরণের নিয়ম, যা নৈতিক বা সামাজিকভাবে বিপজ্জনক না হলে ইড (ID) আবেগের কিছু প্রকাশের অনুমতি দেয়" (সার্জন্ট এবং উইলিয়ামসনস, ১৯৬৬ : ৬৮)।

সুপার ইগো: (Super ego) অধিসত্তা হলো অহমের আরো এক উন্নত অবস্থা যাকে ফ্রয়েড বিবেক বা নীতিবুদ্ধির সঙ্গে তুলনা করেছেন। "সুপার ইগো হল বিবেকের সমতুল্য, যা নৈতিকতা এবং বাঁধা নিষেধ নিয়ে গঠিত। এটি ক্রমাগত অপরাধবোধের সমস্ত অভিব্যক্তিকে দমন করতে অহমকে বাধ্য করার জন্য কাজ করে" (সার্জন্ট এবং উইলিয়ামসনস, ১৯৬৬: ১৬৮)। ইড ব্যক্তিত্বের জৈবিক উপাদান, অহম মনস্তাত্ত্বিক উপাদান এবং সুপার ইগোকে সামাজিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে (হল এবং লিন্ডজ, ১৯৫৭: ৩৬) ফ্রয়েড মতামত দেন, "ইড হল আমাদের আদিম বা বন্য প্রবৃত্তি, আমাদের অচেতন তাগিদ এবং আকাঙ্ক্ষাগুলিকে মূর্ত করে যা সম্পূর্ণ রুপে 'সম্ভোগ নীতি' অনুসারে কাজ করে। (সার্জন্ট এবং উইলিয়ামসনস, ১৯৬৬: ১৬৮)।

সবার আগে আমাদের যৌন শোষণ (SE), যৌন নির্যাতন (SEA) এবং যৌন হয়রানি (SH) সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। সাধারণতঃ এগুলিকে 'জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (GBV) বলা হয় তবে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলি বিচ্যুতআচরণ, স্বাভাবিক নয়। সমাজবিজ্ঞানী লুইস ওয়েস্টনের মতানুসারে, "Deviance can be defined as behavior that is contrary to the standards of conduct or social expectations of a given group or society". "বিচ্যুতিকে এমন আচরণ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা আচরণের মানদন্ড, গোষ্ঠী বা সমাজের সামাজিক প্রত্যাশার বিপরীত।

যৌন শোষণ ও নির্যাতন (SEA): যৌন শোষণকে সংজ্ঞায়িত করা হয় একজন ব্যক্তির দুর্বলতার সুযোগে (যেমন একজন ব্যক্তি বেঁচে থাকার জন্য আপনার উপর নির্ভর করে, খাদ্য রেশন, স্কুল, বই, পরিবহন বা অন্যান্য পরিষেবা), নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে, অর্থ বা অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে যৌন সুবিধা ভোগ এর মধ্যে রয়েছে পাচার ও পতিতাবৃত্তি। যৌন নির্যাতন / নিপীড়ন বলতে বোঝায় অবস্থানগত অসমতার সুবাদে চাপ ও হুমকির মাধ্যমে শারীরিক সম্পর্ক, তা বল প্রয়োগের মাধ্যমে হোক বা অসম বা জবরদস্তিমূলক অবস্থার কারণে হোক। এর মধ্যে রয়েছে যৌন দাসত্ব, পর্নোগ্রাফি, শিশু নির্যাতন এবং যৌন নিপীড়ন।

যৌন হয়রানি (SH): জাতিসংঘ মহাসচিবের বুলেটিনে (২০০৮) যৌন হয়রানিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: "যৌন হয়রানি হল কোন অনাকাঙ্খিত যৌন আবেদন, যৌন সুবিধার জন্য অনুরোধ, মৌখিক বা শারীরিক ইঙ্গিত আচরণ বা যৌন প্রকৃতির অঙ্গভঙ্গি, বা যৌন প্রকৃতির অন্য কোনও আচরণ যা যুক্তিসঙ্গতভাবে অপ্রত্যাশিত বা অন্যের জন্য অপরাধ বা অপমানিত হতে পারে বলে মনে করা যেতে পারে, যখন এই ধরনের আচরণ কাজের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে, কর্মসংস্থানের শর্তে পরিণত হয় বা একটি ভীতিকর, প্রতিকূল বা আপত্তিকর কাজের পরিবেশ তৈরি করে। ◢ *বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন*

যৌন হয়রানিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও কর্মস্থল... *৯ম পৃষ্ঠার পর*

আচরণের একটি ধরণ এটি একটি একক ঘটনা। বিপরীত বা একই লিঙ্গের ব্যক্তিদের মধ্যে যৌন হয়রানি ঘটতে পারে। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই শিকার বা অপরাধী হতে পারে।"

বাংলাদেশে, যৌন হয়রানি নারীদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক বেশি নারী ঘরের বাইরে কাজ করছে এবং শিক্ষা ও কাজের সুযোগ পাচ্ছে, সাম্প্রতিক দশকগুলোতে যৌন হয়রানি / নির্যাতন একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজে। অধিকন্তু তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার করে 'cyber bulling' 'cyber malware' এবং 'cyber phishing' এর শিকার হচ্ছে নারীরা প্রতিনিয়ত।

ইয়াসমীন, সীমা, নুসরাত জাহান ও সোহাগী জাহান তনু যৌন লালসার বলি হাজারো নারী শিশুর মধ্যে ক'টি নাম মাত্র।

লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, পাহাড়, সমতল, উপকূল, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি বাংলাদেশের সংবিধানে সবার জন্য সমঅধিকারের অঙ্গীকার রয়েছে :

বাংলাদেশের সংবিধানে বিভিন্ন ধারায় নারী ও পুরুষ উভয়ের সমঅধিকার নিশ্চিত করে:

ধারা ১১ - গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার।
ধারা ১৫ - সামাজিক নিরাপত্তাসহ মৌলিক প্রয়োজন।
ধারা ১৯ (১) - সুযোগের সমতা।
ধারা ২৮ (২) - সমান অধিকার।
ধারা ৩২ - জীবন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার।
ধারা ৩৬ - চলাফেরার স্বাধীনতার অধিকার।
ধারা ৩৯ - চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক উদ্যোগ :

১৯৮১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর প্রণীত নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সিডও (CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) সনদের ১০ অনুচ্ছেদে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার, ১১ অনুচ্ছেদে কর্ম সংস্থানের অধিকার, পেশা বা চাকুরী বেছে নেয়ার অধিকার, পদোন্নতি, চাকুরীর নিরাপত্তাসহ বৈষম্যহীনভাবে সকল সুবিধা ভোগের অধিকার সর্ম্পকে বলা হয়েছে। এ সনদে স্বীকৃত অধিকার সমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন অর্জনের লক্ষ্যে অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে সকল ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে সিডও (CEDAW) সনদে স্বাক্ষর করে।

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণা ১৯৯৩
SDGs: লক্ষ্য - ৫ : লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়ন।
বেইজিং কর্মপরিকল্পনা
ILO সহিংসতা এবং হয়রানি কনভেনশন ২০১৯ (কনভেনশন নং ১৯০)

নাগরিক উদ্যোগ :

Hash tag "me Too"
Because I am a Girl
Protibadi: A platform for fighting sexual harassment in urban Bangladesh
We Can (আমরা পারি)

আইনী উদ্যোগ : সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং CEDAW-এর স্বাক্ষরকারী হিসেবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে নারীদের যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে কার্যকর সুরক্ষা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ:

বিরাজিত আইন : দন্ড বিধি ১৮৬০ (The Penal code 1860)

ধারা: ৩৫৪ / Section 354: Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty:

শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কোন স্ত্রীলোকের উপর আক্রমণ বা অপরাধজনক বলপ্রয়োগ। কোন লোক যদি, কোন স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানির ইচ্ছায় বা সে তদ্বারা তার শ্লীলতাহানী হতে পারে জেনে তাকে আক্রমণ করে বা তৎপ্রতি অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করে, তা হলে সে লোক যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দন্ডে বা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হবে।

Whoever assaults or uses criminal force to any woman, intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

এই ধারায় কোন নারীর শ্লীলতাহানি করার লক্ষ্যে কৃত কোন কার্যকে শাস্তিযোগ্য বলে পরিগণিত করা হয়েছে। নারীর শালীনতা নষ্ট করার অভিপ্রায়ে কিংবা তার শালীনতা নষ্ট হতে পারে জেনে কোন নারীকে আক্রমণ করা কিংবা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করা ৩৫৪ ধারা মোতাবেক অপরাধ। এটার শাস্তি হচ্ছে দুই বৎসর কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয়বিধ দন্ড। নারী জাতিকে রক্ষার জন্য দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা এ দন্ডবিধিতে বর্তমান। তা হচ্ছে ৩৫৪ ও ৩৭৬। এটা ছাড়া দন্ডবিধিতে নারীর হেফাজতমূলক অপর ধারাও বিদ্যমান আছে।

ধারা : ৫০৯ / Section 509: Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman:

Whoever, intending to insult the modesty of any woman, utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object, intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen, by such woman, or intrudes upon the privacy of such woman, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

বর্তমান ধারায় কোন নারীর শালীনতার ক্ষুন্নকারী কোন মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গী কার্যকে দন্ডনীয় বলে গণ্য করা হয়েছে। এ ধারার অপরাধের জন্য এক বৎসরের কারাদন্ড কিংবা জরিমানা বা উভয় বিধ দন্ড হতে পারে। নারীর শালীনতা একটি মূল্যবান সম্পদ। শালীনতা ও সম্ভ্রমের হানিকর কিংবা অমর্যাদার কোন উক্তি, মন্তব্য কিংবা অঙ্গভঙ্গী দন্ডনীয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীর শালীনতা সংরক্ষণের প্রয়োজনে এরূপ নিয়ম করা হয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন -২০০৩, সংশোধিত।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬। (সংশোধিত ২০১৮)

বাংলাদেশের সকল মেট্রোপলিটন শহরের জন্য মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৮।

সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ (সংশোধনী) বিল - ২০২২ ৩রা নভেম্বর ২০২২ তারিখে সংসদে পাস হয়েছে।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা; ২০০৯ এবং ২০১১

◢ *বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন*

যৌন হয়রানিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও কর্মস্থল... ৯ম পৃষ্ঠার পর

যৌন হয়রানিমুক্ত শিক্ষা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হাইকোর্ট ১৪ মে ২০০৯ সালে একটি দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রদান করেন। এ নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো: **ক)** যৌন নির্যাতন সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা; **খ)** যৌন নির্যাতনের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা; **গ)** 'যৌন নির্যাতন শাস্তিযোগ্য অপরাধ'।

উক্ত নীতিমালা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী (যেখানে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা সম্পর্কে বলা হয়েছে) কার্যকর হবে। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন না হবে ততদিন পর্যন্ত সকল সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসরণ এবং পালন করা হবে।

এ নীতিমালার ৩ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান সমুহে নিয়োগদাতাগনকে যে সকল কর্তব্য পালন করতে হবে তা হলোঃ

- যৌন হয়রানিমূলক সকল প্রকার ঘটনাকে প্রতিরোধ করতে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ প্রয়োজনে তার প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করার জন্য যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

নীতিমালার ৪ ধারায় যৌন হয়রানীর সংজ্ঞা বলা হয়েছে ঃ

৪ (১) যৌন হয়রানি বলতে বুঝায়-

ক) অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে) যেমন: শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা; **খ)** প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা; **গ)** যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি; **ঘ)** যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন; **ঙ)** পর্ণোগ্রাফি দেখানো; **চ)** যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গী; **ছ)** অশালীন ভঙ্গী, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উদ্ভাক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোন ব্যক্তির অলক্ষ্যে তার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে কৌতুক বলা বা উপহাস করা; **জ)** চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ,কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরি, শ্রেণীকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোন কিছু লেখা; **ঝ)** ব্লাকমেইল অথবা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা; **ঞ)** যৌন হয়রানির কারণে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হওয়া; **ট)** প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা; **ঠ)** ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা করা।

ক-ঠ ধারায় উল্লিখিত আচরণসমূহ নারীর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য হুমকি স্বরূপ এবং অপমানজনক। কোন নারী যদি এ ধরনের আচরণের শিকার হন এবং যদি তিনি মনে করেন যে, এই বিষয়ে প্রতিবাদ করলে তার কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষাক্ষেত্রে বা যেখানে তিনি আছেন সেখানকার পরিবেশ তার উন্নয়নের জন্য বাধা বা প্রতিকূল হতে পারে তাহলে উক্ত আচরণসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বলে বিবেচিত হবে।

ধারা ৫: সচেতনতা এবং জনমত সৃষ্টি:

ক) সরকারী - বেসরকারী সকল কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার বৈষম্য, যৌন হয়রানী এবং নির্যাতন দমন এবং নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে নিয়োগদাতা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সচেতনতামূলক প্রকাশনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন। এ বিষয়ে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতি শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভে শ্রেণীর কাজ শুরুর পূর্বে শিক্ষার্থীগণকে এবং সকল কর্মক্ষেত্রে মাসিক এবং ষান্মাসিক ওরিয়েন্টেশন ব্যবস্থা রাখতে হবে। **খ)** প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রয়োজনীয় কাউন্সিলিং ব্যবস্থা থাকতে হবে। **গ)** সংবিধানে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ এবং সংবিধিবদ্ধ আইনে নারী শিক্ষার্থী এবং কর্মে নিয়োজিত নারীগণের যে অধিকারের বিষয়ে উল্লেখ করা আছে তা সহজভাষায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। **ঘ)** আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যক্তিগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের নিয়োগকর্তাগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং কার্যকরী মতবিনিময় করবেন। **ঙ)** সংবিধানে বর্ণিত জেন্ডার সমতা এবং যৌন অপরাধসমূহ সম্পর্কিত দিকনির্দেশনাটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করতে হবে। **চ)** সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত নিশ্চয়তাসমূহ প্রচার করতে হবে।

ধারা ৬: প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাঃ

সকল নিয়োগকর্তা এবং কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যৌন হয়রানী প্রতিরোধের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য পদক্ষেপ ছাড়াও তারা নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। **ক)** এ নির্দেশনায় উল্লিখিত ৪ ধারা অনুযায়ী যৌন হয়রানী এবং যৌন নির্যাতনের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়েছে তা কার্যকরভাবে প্রচার এবং প্রকাশ করা। **খ)** যৌন হয়রানী সংক্রান্ত যে সকল আইন রয়েছে এবং আইনে যৌন হয়রানী ও নির্যাতনের জন্য যে সকল শাস্তির উল্লেখ রয়েছে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। **গ)** কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিবেশ নারীর প্রতি যেন বৈরী না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে এবং কর্মজীবী নারী ও নারী শিক্ষার্থীগণের মাঝে এ বিশ্বাস ও আস্থা গড়ে তুলতে হবে যে, তারা তাদের পুরুষ সহকর্মী ও সহপাঠীদের তুলনায় অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে না।

হাইকোর্টের নির্দেশনায় যৌন হয়রানি মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বিষয়ে অভিযোগ, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিকারে ৫ সদস্য বিশিষ্ট অভিযোগ কমিটি (Sexual Harassment Compliant Committee) গঠন করার নির্দেশনা রয়েছে যাতে জেন্ডার এবং যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করে এরূপ সংগঠনের ২জন প্রতিনিধি রাখতে হবে। অভিযোগ কমিটির বেশির ভাগ সদস্য যে রায় দিবে তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে এবং সকল সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের শৃঙ্খলা বিধি অনুসারে ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যদি উক্ত অভিযোগ দন্ডবিধির যে কোন ধারা অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় তাহলে প্রয়োজনীয় ফৌজদারী আইনের আশ্রয় নিতে হবে যা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট আদালতে বিচার হবে।

২০১১ সনে প্রণীত নির্দেশিকা: যৌন হয়রানির সংজ্ঞায় ঝঃধষশরহম (স্টকিং) বা অযাচিত অনুসরণ বিষয়ক একটি ধারা ২০১১ সনে হাইকোর্ট প্রণীত নির্দেশনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ধারা অনুসারে "একজন পুরুষ যৌন হয়রানির অভিপ্রায়ে অথবা পুরুষের কোনো আচরণে একজন নারীর যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হলে পুরুষ দ্বারা নারী স্টকিং এর শিকার হয়েছেন বলা যেতে পারে"। সংজ্ঞায় স্টকিং এর নির্দিষ্ট উদাহরণ প্রদান করা হয়েছে।" ২০১১ সনে প্রণীত নির্দেশনায় জনসম্পৃক্ত সংস্থা সমূহকে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ "প্রত্যেক থানায় যৌন হয়রানি বিষয়ক মামলা/ ঘটনা সমূহ দেখভালের জন্য পৃথক সেল বা দল থাকবে" বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

◢ বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

কোভিড ১৯ : শিক্ষা ক্ষতি-পুনরুদ্ধার ভাবনা... ৯ম পৃষ্ঠার পর

প্রতিরোধ ব্যবস্থা সুস্পষ্ট, কিন্তু প্রথম পদক্ষেপ হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি সংজ্ঞায়িত করার জন্য এবং একটি আইনি কাঠামোর আওতায় আনার জন্য একটি সাধারণ চুক্তি তৈরী করা। আইএলও কনভেনশন আইনশাস্ত্রের একটি সাম্প্রতিক বিষয়। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সুচিন্তিত মতামত হল যৌন হয়রানির সংজ্ঞা আরো স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের শ্রম আইন এবং ফৌজদারী আইনে 'যৌন হয়রানি' শব্দটিও নেই। আইএলও, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘ যৌন হয়রানিকে অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। আমাদের এই সংজ্ঞাগুলি নিতে হবে এবং আমাদের ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আইনে সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটি বাস্তবায়নের জন্য নিয়োগকর্তা, শ্রমিক সমিতি, উন্নয়ন সহযোগী এবং গবেষকদের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষার জন্য আলাদা আইন থাকা উচিত। হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন থেকে শিক্ষা নিয়ে এ আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। পরিবর্তনশীল সামাজিক বাস্তবতার সাথে আইনের অস্পষ্টতা, ত্রুটি, সাংঘর্ষিকতা এবং সীমাবদ্ধতা সংশোধন করা জরুরী।

হাইকোর্টের নির্দেশনা পরবর্তী দৃশ্যপট: ১. হাইকোর্টের নির্দেশনা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের জেন্ডার পলিসি নেই এবং যৌন হয়রানির অভিযোগ কমিটি গঠন ও কার্যকর নয় অথবা যথাযথভাবে গঠিত নয়। **২.** কর্মজীবী নারী এবং কেয়ার বাংলাদেশ দ্বারা পরিচালিত সমীক্ষা অনুসারে, প্রায় ১২.৭ শতাংশ মহিলা কর্মচারী কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হন এবং তাদের অনেকেই উচ্চ আদালতের নির্দেশিকা সম্পর্কে অজ্ঞ। (কেয়ার বাংলাদেশ, মার্চ ২০২০) **৩.** অনুসন্ধানে জানা যায় বিশ্বব্যাপী ১৫ বছরের বেশি বয়সী ৩.৫ শতাংশ নারী বাড়িতে, তাদের সম্প্রদায়ে বা কর্মস্থলে যৌন ও শারীরিক সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছেন (কেয়ার বাংলাদেশ, মার্চ ২০২০)। **৪.** ৮২% মহিলা পাবলিক প্লেসে যৌন হয়রানির সম্মুখীন হন এবং তাদের মধ্যে শুধুমাত্র ৩% আইনি পদক্ষেপের জন্য এগিয়ে যান (প্রথম আলো, ৬ই নভেম্বর ২০২১)। **৫.** ৫৭% মহিলা সাইবার বুলিং-এর সম্মুখীন হন (প্রথম আলো, ৬ই নভেম্বর ২০২২)। **৬.** ২০১৭ থেকে ৭ই আগস্ট ২০২২ সময়কালে গণপরিবহণে যৌন নির্যাতন এবং যৌন হয়রানির পরিসংখ্যান:

হত্যা	২৭
ধর্ষণ	৩৫৭
যৌন হয়রানি	৪৬০১

* সময়ের আলো, ১৩ই আগস্ট ২০২২

৭. একশান এইডের গবেষণায় জানা যায় ৬৪% নারী অনলাইনে সহিংসতার শিকার হয়। (প্রথম আলো, ২৮ নভেম্বর ২০২২)

৮. যৌন সহিংসতা/নির্যাতন সম্পর্কিত আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য/পরিসংখ্যান:

যৌন হয়রানি (স্টকারদের দ্বারা) জানুয়ারি - অক্টোবর ২০২২

ডকুমেন্টেশন ইউনিট

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

সহিংসতার বা নির্যাতনের ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
আত্মহত্যা	৭	-	৭
আত্মহত্যার চেষ্টা	-	-	-
প্রতিবাদ করায় খুন	-	৭	৭
যৌন হয়রানির পর খুন	-	-	-
স্টকারদের দ্বারা লাঞ্ছিত	১২৮	৪	১৩২
স্টকারদের দ্বারা আহত	১১	৬৫	৭৬
স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া	২	-	২
মোট	১৪৮	৭৬	২২৪

সূত্র: প্রথম আলো, ইত্তেফাক, সমকাল, সংবাদ, জনকণ্ঠ, নয়া দিগন্ত, ডেইলি স্টার, নিউ এজ, ঢাকা ট্রিবিউনসহ, কিছু অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)।

মাত্র ৩%'র সাজা হয়:

ঢাকার ৫টি আদালতের ১৫ বছরের মামলা রেকর্ডের একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন থেকে বেরিয়ে এসেছে যে মাত্র ৩% আসামি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং বাকি ৯৭% খালাস পেয়েছেন (কুররাতুল-আইন-তাহমিনা এবং প্রণব ভৌমিক, প্রথমা, ২০১৮, ঢাকা)। তবে নারী নির্যাতন আইনের অপব্যবহার প্রতিপক্ষকে হেনস্তার অভিযোগও রয়েছে।

Two Finger Test (দুই আঙ্গুলের পরীক্ষা): তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন একজন ধর্ষিতা নারীর যৌন কার্যকলাপে পূর্বের সম্পৃক্ততার মূল্যায়ন করার জন্য একটি পরীক্ষা করা হয় যা 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' নামে পরিচিত এবং এটিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 'পার ভ্যাজাইনাল টেস্ট' (Par Vaginal Test) বলা হয়। এটি ভুক্তভোগীর জন্য একটি বেদনাদায়ক এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা। এটিকে দ্বিতীয়বার ধর্ষণ বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট মহল। এটা প্রত্যাহার করা উচিত। (প্রথমআলো ১৫ই মার্চ, ২০১৬)

ভারতে এটি ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ। আমাদেরও এটা বন্ধ করা উচিত।

কোভিড পরবর্তী চট্টগ্রাম শহরে সড়ক পরিবহণে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের নিয়ে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা "Children Working in the Hazardous Road Transport Sector in Chattogram City, Bangladesh - A Sociological Profile" By Dr. Monzur Ul Amin Chowdhury, ২০২২ শীর্ষক জরিপে কর্মক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতন ও যৌন নির্যাতন-হয়রানির তথ্য পাওয়া যায়:

টেবিল ০১ শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন/হয়রানি;

ক্রম. নং	নির্যাতনের ধরণ	হ্যাঁ	না	মোট
০১	শারীরিক নির্যাতন	৩০৯ (৯১.৪২%)	২৯(০৮.৫৮%)	৩৩৮

ক্রম. নং	শারিরীক নির্যাতনের ধরণ	হ্যাঁ
০১	হাত দ্বারা	২৮(০৯.০৬%)
০২	মেশিনের পার্টস দ্বারা	২৮১(৯০.৯৪%)
	মোট	৩০৯ (৯১.৪২%)

ক্রম. নং	নির্যাতনের ধরণ	হ্যাঁ	না	মোট
০১	যৌন নির্যাতন/হয়রানি	৪৩ (১২.৭২%)	২৯৫(৮৭.২৮%)	৩৩৮

ক্রম. নং	যৌন নির্যাতন কার দ্বারা	হ্যাঁ
০১	মালিক দ্বারা	১১ (২৫.৫৮%)
০২	ড্রাইভার দ্বারা	০৫(১১.৬৩%)
০৩	গ্যারেজ মালিক দ্বারা	১০(২৩.২৫%)
০৪	হেলপার দ্বারা	১৭(৩৯.৫৩%)
	মোট	৪৩ (১২.৭২%)

কোভিড ১৯ : শিক্ষা ক্ষতি-পুনরুদ্ধার ভাবনা... ৯ম পৃষ্ঠার পর

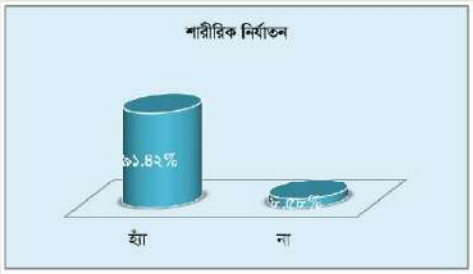

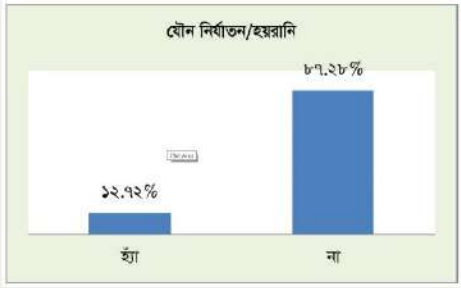

সড়ক পরিবহন মালিকদের কাছে তাদের শ্রম বিক্রি করা ছাড়া জীবিকা নির্বাহের আর কোনো উপায় নেই দরিদ্র এই শিশুদের। শারীরিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি ইত্যাদি অসহনীয় আচরণের পরও তাদের অবস্থান আপেক্ষিকভাবে অধঃস্তন।

তথ্য (টেবিল-০১) শারীরিক নির্যাতন বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে ৩০৯ জন উত্তর দাতা (৯১.৪২%) হ্যাঁ বলেছেন, তাদের মধ্যে ২৮ (০৯.০৬%) হাতে নির্যাতন, ২৮১ (৯০.৯৪%) মেশিনের যন্ত্রাংশ দ্বারা /যন্ত্র দিয়ে নির্যাতনের কথা বলেছেন, ২৯ (০৮.৫৮%) উত্তরদাতা নির্যাতনের কথা বলেননি। যৌন হয়রানি সম্পর্কে, মাত্র ৪৩ (১২.৭২%) উত্তরদাতা যৌন হয়রানির কথা স্বীকার করেছেন। তাদের মধ্যে হেলপার দ্বারা ১৭ (৩৯.৫৩%), মালিকদের দ্বারা ১১ (২৫.৫৮%), গ্যারেজ মালিকদের দ্বারা ১০ (২৩.২৫%) এবং ড্রাইভার দ্বারা ০৫ (১১.৬৩%)। আমাদের সংস্কৃতিতে কেউই যৌনতা নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলে না। এমনকি যদি তারা নির্যাতিত হয় তবে তারা সত্যটি অন্যদের কাছে প্রকাশ করে না কারণ আমাদের সংস্কৃতিতে এটা কেউ সহজভাবে নেয় না। আমরা জানি শুধু শিশু শ্রমিক নয়, সাধারণভাবে শ্রমিকরাও মালিকদের দ্বারা শোষিত। তথ্য (টেবিল-০১) জানান দিচ্ছে যে শিশুরা শারীরিকভাবে নির্যাতন এবং যৌন নির্যাতনেরও শিকার হয়; শিশুদের বেশিরভাগকে হাতে, মেশিনের যন্ত্রাংশ, যন্ত্র ইত্যাদি দ্বারা নির্যাতন করা হয়। কিন্তু তারপরও তাদের এই দুষ্ট চক্র এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

জনশুমারী ও গৃহগণনা ২০২২'র সমন্বয়কৃত গণনায় জানা যায় দেশে মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১ জন। তন্মধ্যে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী (১৫-৫৯ বছর) ৬২শতাংশ সংখ্যায় যা ১ কোটি ৫০ লাখ। ২৮ শতাংশ তরুণ এদের সংখ্যা৪ কোটি ৭৮ লাখ (বিবিএস)। কিন্তু ইউএনএফপিএ'র বৈশ্বিক জনসংখ্যা পরিস্থিতি প্রতিবেদন ২০২৩ এ বলা হয় বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৭ কোটি ৩০ লাখ (প্রথমআলো, ২০ এপ্রিল ২০২৩)।

জাতীয় যুব নীতি ২০১৭ অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছর বয়সীরা যুবা অবশ্য জাতিসংঘের বর্ণনায় ১৫-২৪ বছর বয়সীরা যুবা। বিবিএস'র সাম্প্রতিক তথ্যে জানা যায় দেশে ২৯ বছরের কমবয়সী জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার ৫৬.৭৭ শতাংশ। অর্থাৎ বর্তমানে দেশে প্রায় ৯ কোটি ৪০ লাখ জনসংখ্যার বয়স ২৯ বছরের কম। Demographic dividend জনমিতিক সুফল বা অর্থনীতিবিদের ভাষায়- window of opportunity ২০৩২/৩৩ সাল পর্যন্ত। সাম্প্রতিক তথ্যে জানা যায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা কর্ম কোন কিছুতেই নেই ২৯.৮০% যাদেরেকে NEET বলা হয়। আবার যুবদের মধ্যে মাদকাসক্তের হার উদ্বেগজনক। বলা হয় 'তরুণরা ইতিহাস সৃষ্টি করে, বুড়োরা ইতিহাস লিখে'। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে সঙ্কল্পবদ্ধ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীই তুরস্কের পরিবর্তনের অগ্রণী বাহিনী। মাস্টার দা সূর্যসেনের নেতৃত্বে ৬০/৬৫ জনের ত্যাগী যুবারা ১৯৩০ সালে ভারত কাপাঁনো চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের চালিকা শক্তি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ছাত্র যুবরাই ছিল মূল নিয়ামক শক্তি।

কবি বলেছেন 'এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার শ্রেষ্ঠ সময় তার'। আজকের ছাত্র যুবাদের যুদ্ধ হচ্ছে মাদকের বিরুদ্ধে, যৌন হয়রানি তথা নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে, দুর্নীতি, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে, অপশাসনের বিরুদ্ধে, অসমতা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে, পর্ণোগ্রাফির ভয়াল থাবা থেকে নিজেকে রক্ষা করার যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, পাহাড়, সমতল, দ্বীপ, উপকুল, হাওড়, বাওড়, নির্বিশেষে সবার জন্য সম্পদ এবং সুযোগের সমহিস্যা ও ন্যায্যতা নিশ্চত করার যুদ্ধ। ভোট, ভাত ও মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করার যুদ্ধ। অপরাধ ও মাদকে জড়িয়ে না পরার যুদ্ধ।

অগ্রাধিকারভিত্তিতে করণীয় হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (Fourth Industrial Revolution) কে মাথায় রেখে পাঠক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন আনা একাডেমিয়ার সাথে এন্টারপ্রাইজের নিবিড় সংযোগ ঘটাতে হবে উন্নত দেশ গুলোর মত। দক্ষ জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে Technical Education and Vocational Training (TEVT),IT এবং নানা ভাষা শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। যেমনটি বলা হয় 'The destiny of India is now shaped in her class room.' আইএলও'র তথ্য অনুযায়ী এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শিক্ষিত বেকারত্বের হারে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। কর্মমুখী শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় স্নাতকদের ৪৭ শতাংশ বেকার, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষিতদের মধ্যে ২৯.৮ শতাংশ বেকার আর তারও নিচের স্তরে ১৩.৪ শতাংশ বেকার।

সর্বোপরি এসডিজি'র লক্ষ্য সমূহ বিশেষ করে লক্ষ্য ৪: Quality Education, লক্ষ্য ৫: Gender equality, লক্ষ্য ৮: Decent work and economic growth, লক্ষ্য ১১: Sustainable cities and communities এবং লক্ষ্য ১৬: Peace, justice and strong institutions অর্জনে অধিক মনোযোগী হতে হবে জাতিকে তাতেই একটি আধুনিক, বিজ্ঞান মনস্ক কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞান সমৃদ্ধ যুব সমাজ এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব যাতে শিক্ষাঙ্গন ও কর্মস্থলে নারী অপেক্ষাকৃত কম যৌন হয়রানিমুক্ত থাকবে বলে আশা করা যায়।

১০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটির Sexual Harassment Complaint Committee আয়োজিত Sexual Harassment Awareness Session এ Key Note Speaker হিসেবে প্রদত্ত বক্তৃতা।

লেখক: চেয়ারম্যান- ঘাসফুল এবং সিনেট সদস্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

স্কুলে বই উৎসব

সারাদেশের মত ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে ১ জানুয়ারী নতুন পাঠ্যবই বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক জান্নাতুল মাওয়া। এসময় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষকসহ অভিভাবকবৃন্দ।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৬ মার্চ 'মহান স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে সকালে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির কার্যক্রম শুরু করেন এবং তারপরেই এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইতোপূর্বে ২৩ মার্চ প্লে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রজেক্টর এর মাধ্যমে 'আমার বন্ধু রাশেদ' নামে মুক্তিযুদ্ধের ছবিটি দেখানো হয়। এছাড়াও তৃতীয় থেকে সপ্তম শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের সাথে সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ, ৩০ লক্ষ শহীদ এবং বাংলাদেশের মানচিত্র, স্মৃতিসৌধের সাতটি স্তম্ভ, আগুনের পরশমণি, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, মেহেরুন্নেসা, সেলিনা পারভিন, সুরকার এবং গীতিকার আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, কণ্ঠশিল্পী আব্দুল জব্বার সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা স্বতঃফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। এ সময় স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'র জন্মদিবস উদ্‌যাপন

জাতির জনকের জন্মদিনে বিনম্র শ্রদ্ধা। গত ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'র জন্মদিন উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল প্রাঙ্গণে সকালে পতাকা উত্তোলন শেষে দিবসটির তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'র জন্মদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্কুল শিক্ষার্থীদের চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা শেষে বঙ্গবন্ধুর জন্ম, শৈশব-কৈশোর নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে আলোচনা করা হয়। বিজয়ী এবং অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানানো হয়। এ ছাড়াও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে নির্মিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের সাথে বাংলাদেশী বিশ্ব পর্যটক কাজী আসমা আজমেরী

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ, তারাই আগামীদিনে জাতিকে নেতৃত্ব দেবে, এটাই সবচেয়ে উচ্চারিত একটা বাক্য, শিশু অধিকার ও সুরক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। অধিকার বিষয়ে সামাজিকভাবে শিশুরা এখনো অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত। এখনো আমাদের অধিকাংশের ধারণা শিশুরা যেহেতু বয়সে ছোট তাদের দাবি আদায়ের ক্ষমতা কম, তাদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ কম, অন্ন, বস্ত্র সবকিছু পরিমাণে কম লাগে বলে তাদের অধিকারগুলোও বোধহয় মর্যাদায় তুলনামূলক ছোট এবং বাস্তবায়নে কোনো জবাবদিহিতা থাকে না।

অনেক সময় মেয়ে শিশু হলে তাকে বঞ্চনার শিকার হতে হয়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রথমে পরিবার থেকে শিশুদের উৎসাহ দিতে হবে, তোমরাই পারবে, এ পৃথিবী তোমার জন্য।

গত ২৩ জানুয়ারী নগরের মাদারবাড়ী ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের সাথে শতদেশ ভ্রমণকারী বাংলাদেশী বিশ্ব পর্যটক কাজী আসমা আজমেরী 'আমরা শিশু আমরাই আগামী শীর্ষক' আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান, ঘাসফুল এডুকেশন কর্মসূচির সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের উপর চিত্রায়িত ডকুমেন্টরী "শিশুদের পরাণ রহমান" প্রদর্শিত হয়।

প্রধান অতিথি বাংলাদেশী বিশ্ব পর্যটক কাজী আসমা আজমেরী আরো বলেন, বাংলাদেশ আমার মাটি ও মা। বিশ্বের যে প্রান্তে যাই আমি আমার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করি, বাংলাদেশের গ্রীণ পাসপোর্টধারী মেয়ে হয়ে আমার এখন পর্যন্ত ১৪২টি দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছে। আমরা প্রত্যেকে স্ব-স্ব স্থান থেকে শিশুদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হই এবং শিশুদেরকে উৎসাহ প্রদান করি। তিনি বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশের শিশুদের মননশীলতা ও সৃজনশীলতায় অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছেন বলে মন্তব্য করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সাদিয়া রহমান বলেন, ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমান সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করেছেন। তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পাদনে ঘাসফুল কাজ করছে। শিশুরা বিভিন্ন সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে নিজেদের তৈরী করতে পারে। সৃজনশীল বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অনুষ্ঠানে স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়ে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সহায়িকা শিরিন আক্তার।

উল্লেখ্য, গত তিন মাসে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯২%। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আকাঁ, সচেতনতামূলক ক্লাস, অভিভাবক সভার আয়োজন এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়।

পাঠ উন্নয়ন ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদানকে আরো প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের নিয়ে ২৫ জানুয়ারি সংস্থার ঢাকা অফিসে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার ও শিক্ষকগণ।

শিক্ষকদের রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির ২০টি শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের নিয়ে গত তিন মাসে সংস্থার ঢাকা অফিসে ৩টি রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। রিফ্রেশার্স ট্রেনিং এ শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতির মান উন্নয়ন, শিক্ষাদানের নতুন নতুন কৌশল, শিক্ষার্থীদের মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ট্রেনিংগুলো পরিচালনা করেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম, সুপারভাইজার ছালেহা বেগম, আফসানা আকতার ও ব্র্যাকের ইউপিএম শর্মিলা রায়।

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীরা মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও বেগম নুরজাহান উচ্চ বিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শেষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার ও শিক্ষকগণ।

অভিভাবক সভা সম্পন্ন

নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে গত জানুয়ারি মাসে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অভিভাবকরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য আমরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় গত তিন মাসে ২০টি শিখন কেন্দ্রে ০১টি করে মোট ২০টি সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার, অভিভাবক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র শিক্ষা কেন্দ্রে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ঘাসফুল কতৃর্ক বাস্তবায়নকৃত মোট ৭৫টি শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে দিবসের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার জন্য সংগ্রামী বীর জনতার আত্মদান, দেশপ্রেম, জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা, বিভিন্ন বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণ, শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ অংশগ্রহণ করে।

চট্টগ্রাম ও নওগাঁয় জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র উদ্যোগে ১৭মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে হাটহাজারী উপজেলার মেখল, গুমানমর্দ্দন ও নিয়ামতপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নে শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পৃথক ৩টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেখল ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গন ও নিয়ামতপুর সমৃদ্ধি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৩টি সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় এবং এতে শিক্ষার্থীগণ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গান,কবিতা, আবৃত্তি ও শিশুতোষ বিভিন্ন ছড়া,গল্প বলার আসরে মেতে উঠেন। অনুষ্ঠানগুলোতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়নে মেখল ইউপি মেম্বার সাজু আরা বেগম, গুমানমর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মুজিব ও নিয়ামতপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ বজলুর রহমান নঈম। অনুষ্ঠানগুলোতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজসেবায় জাতীয় সমাজসেবা দিবস উদযাপন

"উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজসেবায়" শ্লোগানে পালিত হলো জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩। ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির সহযোগিতায় হাটহাজারী উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে ০২ জানুয়ারী হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শাহিদুল আলম'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এস. এম. রাশেদুল আলম, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ নুরুল আলম ও হাটহাজারী প্রেসক্লাব সভাপতি বাবু কেশব কুমার বড়ুয়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম। আরো বক্তব্য রাখেন গড়দুয়ারা ইউপি চেয়ারম্যান সরোয়ার মোর্শেদ তালুকদার, ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে সরকারের বিভিন্ন সেবার আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রবীণ ভাতা ও শিক্ষা ভাতা বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ঘাসফুল সমাজসেবা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম জেলা আয়োজিত অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার মেখল, গুমান মর্দ্দন এবং নওগাঁ'র নিয়ামতপুরসহ
তিনটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় ১৬ ফেব্রুয়ারী মেখল ইউনিয়নের জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এবং ২০ ফেব্রুয়ারী গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ ও নিয়ামতপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের নিয়ামতপুর বহুমুখী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মেডিসিন, হৃদরোগ, মা ও শিশুরোগ, ডায়বেটিকস, দন্ত এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদ্বারা চিকিৎসাসেবা প্রদানের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপী স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেখল ইউনিয়নের ৩৮০জন, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ১৬২জন এবং নিয়ামতপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নে ২১৩জনসহ মোট ৭৫৫জন রোগী বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে। এছাড়া মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে গত তিনমাসে ১২৫টি স্ট্যাটিক ও ৩৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ২৪৮২জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ৬৪৭জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয় এবং ২৬১টি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব আয়োজনে আয়রন ক্যাপসুল, ফলিক এসিড ও জিংক ৭০৪০টি, পুষ্টিকণা ১৪৩৫টি ও ক্যালসিয়াম (মিরাকেল) ৭৩৮০টি বিতরণ করা হয়। চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার মেখল, গুমান মর্দ্দন এবং নওগাঁ'র নিয়ামতপুরসহ তিনটি ইউনিয়নে সম্পন্নকৃত স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প-এ নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ফারুক সুফিয়ান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, নিয়ামতপুর সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো: বজলুর রহমান নঈম, সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারীগণ, কর্মকর্তাগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ওয়াশ প্রকল্প সংবাদ

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলা'র Upazila Coordination Committee (UCC) সভা সম্পন্ন

২২ মার্চ ঘাসফুল'র উদ্যোগে BD Rural WASH for HCD Project এর আওতায় পটিয়াস্থ আব্দুস সোবহান রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয় হল রুমে UCC সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প ফোকাল পারসন ও সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নাছির উদ্দিনের সঞ্চালনায় ও সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ'র ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্পের উপ-সমন্বয়কারী মোঃ রোকনুজ্জামান। সভায় পটিয়া উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা সমূহের প্রতিনিধি, কোস্ট ট্রাষ্টের সহকারী পরিচালক মো: ফরিদুর রহমান, ঘাসফুল'র এরিয়া ম্যানেজার নাজমুল হাসান পাটোয়ারীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

গত তিনমাসে নওগাঁর সাপাহার শাখায় 'বাগান বিলাশ পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি, জবাইবিল পরিবেশ ক্লাবের ৩টি, নির্মোইল পরিবেশ ক্লাবের ৩টি, হরিপুর সূর্যমুখী পরিবেশ ক্লাবের ৩টি, এবং নিয়ামতপুর শাখায় 'খামার বাড়ি পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি, 'শাপলা পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি করে মোট ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা গুলোতে বাগানে করণীয় কার্যাবলী সমূহ যেমন; বাগানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কম্পোস্ট পিট স্থাপন এবং উৎপাদিত বর্জ্য হতে কম্পোস্ট সার তৈরি করতে পরামর্শ দেয়া হয়। বাগান পরিচর্যায় সঠিক বালাই নাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার, ফসল সংগ্রহের পর পরুনিং, মাটির উর্বরতায় পর্যাপ্ত পরিমানে জৈব সার ব্যবহার বৃদ্ধি, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, পণ্য পরিবহন, প্যাকেজিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে সর্বত্র উত্তম কৃষি অনুশীলন (GAP) অনুসরণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভাগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের। এসময় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের নিয়মিত সদস্য এবং প্রকল্প কর্মকর্তাগণ।

লিড ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে জৈবসার বিতরণ

সাধারণত প্রকল্প এলাকার আমচাষীগণ আম হারভেস্টের পর এবং বর্ষার শেষে এই দুই সময়ে বাগানে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে থাকেন। প্রদর্শনী প্লটে বিশেষ করে আম গাছে গুটি আসার সময় উচ্চ গুনাগুণ সম্পন্ন জৈবসারব্যবহার করলে ফলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, ফলের আকার-আকৃতি ভাল ও রং আকর্ষণীয় হয় এবং আমের ফলন বাড়ে। কিন্তু এই বিষয়ে চাষীদের তেমন কোন ধারণা নেই। এ বিষয়ে স্থানীয় আমচাষীদের উৎসাহ সৃষ্টির করার লক্ষ্যে গত ০৪ জানুয়ারি সাপাহার ও নিয়ামতপুর উপজেলার ২০ জন লিড ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে ষোল হাজার কেজি উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন জৈবসার (ট্রাইকো-কম্পোস্ট) বিতরণ করা হয়। বিরতণকালে উদ্যোক্তাদের নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব আমচাষে জৈবসার ও জৈব বালাইনাশক, ম্যাংগো ব্যাগ, ফেরোমন ফাঁদ, ইয়োলো ফাঁদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং বিদেশে আম রপ্তানির ব্যাপারে সর্বাত্নক সহায়তার আশ্বাস প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সাপাহার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাপলা খাতুন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ মনিরুজ্জামানসহ প্রকল্প কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশ সনদপ্রাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা

গত তিনমাসে আম বাগানী ও আমজাত পণ্য উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক ৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাগুলোর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ/ফ্যাক্টরি/শিল্প কারখানার জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদানকৃত পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে অবহিত করা হয়। বর্তমানে ২০ জন উদ্যোক্তা আমজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য এসইপি প্রকল্পের সাধারণ সেবা ঋণের অধীনে ঘাসফুল সংস্থা হতে অর্থনৈতিক সহায়তা গ্রহণ করেছে এবং পণ্য উৎপাদন করছে। এছাড়াও ৩জন উদ্যোক্তা ব্যবসা সম্প্রসারণে স্যানিটারি সার্টিফিকেট পেয়েছে। কর্মশালাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ শওকত আলী, সাপাহার; উপজেলা ফুড কন্ট্রোলার রওশনুল কাউছার (মানিক), নিয়ামতপুর; উপজেলার উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ শফিউল আলম, নিয়ামতপুর; উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, নিয়ামতপুর এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের। এতে ১০৯ জন আম বাগানী ও আমজাত পণ্য উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

পণ্যের সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সনদ প্রাপ্তি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত তিন মাসে সাপাহার ও নিয়ামতপুর শাখায় ৩টি পণ্যের সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাগুলোতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাপলা খাতুন, রাজশাহী ফিল্ড বিএসটিআই অফিসার মোঃ সাকোয়াত হোসেন। কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার নিয়মাবলী, BFVAPEA এর মেম্বারশীপ নেয়ার নিয়মাবলী, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট এর লাইসেন্স প্রাপ্তির নিয়মাবলী ও ব্যবসাকে কিভাবে আন্তর্জাতিকীকরণ করা যায়, আমজাত পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও ব্র্যান্ডিং, সনদ প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এতে ৮২জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (আমচাষী) ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

সাপাহার ও নিয়ামতপুর শাখায় ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত তিন মাসে ৩টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে আমচাষ ও বাজারজাতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি, আমজাত পণ্য (আমসত্ত্ব, আচার ও চাটনী) উৎপাদন প্রক্রিয়া, কম্পোস্ট সার তৈরি, আম বাগান পরিচর্যার বিভিন্ন ধাপ যেমন: জমি তৈরি হতে শুরু করে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত উত্তম কৃষি অনুশীলন (GAP) অনুসরণ, পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার, রোগবালাই দমনে আধুনিক কলাকৌশল, সঠিক সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা, মানসম্মত ও উচ্চফলনশীল আম উৎপাদন বৃদ্ধি ও রপ্তানি, পরিবেশ সহনীয় ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ, শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সাধন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ গুলো পরিচালনা করেন বগুড়ার রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমি'র উপ-পরিচালক শুভাগত বাগচী ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খুদা মোঃ নাছের। এতে ৭৯জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (আমচাষী) ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

গত ২৬ জানুয়ারি প্রকল্পের উদ্যোগে একটিঅভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের আয়োজন করা হয়। পরিদর্শনের সময় উদ্যোক্তাগণ সরজমিনে রপ্তানিকৃত পণ্যের সর্টিং, গ্রেডিং, কুলিং ও প্যাকেজিং পদ্ধতি, সেন্ট্রাল প্যাকিং হাউজের সাথে লিংকেজ স্থাপন, আমের সাথে সম্পর্কিত ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক তৈরি, ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ধরণের ব্যবসার সাথে উদ্যোক্তাদের পরিচিত হন এবং নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটান। এতে ২২ জন আমচাষী, প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছেরসহ প্রকল্প কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

০৬মার্চ সংস্থার সহকারী পরিচালক (এসডিপি) ও প্রকল্প ফোকাল পারসন কে এম জি রব্বানী বসুনিয়ার নেতৃত্বে ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ দিনব্যাপী বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমি পরিদর্শন করেন। এসময় তারা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী'র সহকারী পরিচালক ফখরুদ্দীন তালুকদার এর সাথে মতবিনিময় করেন। পরিদর্শনকালে তারা আম চাষের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। পরিদর্শন দলে ছিলেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রমের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ ওসমান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছেরসহ প্রকল্প কর্মকর্তাগণ।

স্থানীয় ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ

গত ৯-১০মার্চ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত এবং উপজেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত দুইদিনব্যাপী "স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী'র আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে ঘাসফুল স্টল পরিদর্শন করেন সাপাহার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাপাহার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শাহজাহান হোসেন, সাপাহার উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদসহ আগত দর্শনার্থীরা। এসময় স্টলে আগত অতিথিদের মাঝে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়।

পরিবেশবান্ধব আমবাগানী মোঃ আশরাফুল ইসলাম

কুদরতে খোদা মোঃ নাছের
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এসইপি।

মোঃ আশরাফুল ইসলাম, সাপাহার উপজেলার সদর ইউনিয়নের খিদিরপুর গ্রামের বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি একজন সফল আমবাগানী। আম বাগান শুরু করার আগে তিনি ছিলেন নার্সারী ব্যবসায়ী। নার্সারী ব্যবসার আয় দিয়ে পরিবারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই তিনি ২০১৬ সালে পারিবারিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি ও বাড়তি আয়ের লক্ষ্যে স্বল্প পরিসরে আম বাগান শুরু করেন। বাগান শুরুর সময় জমির পরিমান ছিল ১০ বিঘা। বর্তমানে জমির পরিমাণ ৪০ বিঘা। বাগান শুরুর সময় তিনি গতানুগতিক পদ্ধতিতে আম চাষ করতেন। আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞাননা থাকায় বাগান পরিচর্যায় ব্যবহার করতেন প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক। এতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় যা যোগান দেয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ২০২১ সালে ঘাসফুলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি হয়ে এসইপি প্রকল্প হতে পরিবেশবান্ধব আম চাষের উপর গত ১০/০১/২০২১ ইং তারিখে প্রথম দফায় ২০০০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা এবং ১৯/০৪/২০২২ ইং তারিখে ২য় দফায় ১০০০০০/- (এক লক্ষ) টাকা দুই দফায় মোট ৩০০০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা অগ্রসর ঋণ গ্রহণ করে আম বাগান পরিচর্যায় বিনিয়োগ করেন। ঋণ গ্রহণের সময় মোঃ আশরাফুল ইসলাম আম বাগানের পরিবেশ উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি দেন। এসইপিপ্রকল্পের সংশ্লিষ্ট তার আগে তার আম বাগান ব্যবস্থাপনা ছিলো অনুন্নত। তিনি পরিবেশবান্ধব আম বাগান ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে, এসইপি প্রকল্পের আওতায় আধুনিক আম বাগান এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিবেশ চর্চাসমূহ বাস্তবায়ন বিষয়ে তিনি বলেন, "আমি আগে বাগান পরিচর্যায় তথাকথিত পদ্ধতি অনুসরণ করতাম। বর্তমানে আমি উত্তম কৃষি অনুশীলন অনুযায়ী বাগান পরিচর্যা করছি, যেমন; বাগানে বেড়া দেওয়া, ফাস্ট এইডের ব্যবস্থা, অর্গানিক উপায়ে আম চাষ; উদাহরণ স্বরূপ; ফেরোমন ফাঁদ, আমের ব্যাগ ইত্যাদির ব্যবহার। তাছাড়া ওএসইপি প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ও জ্ঞান বিনিময় সফরে অংশগ্রহণ করি ফলে পোকামাকড় রোধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি এবং উন্নত ও জলবায়ু সহিষ্ণু আমের জাতের সাথে পরিচিতি হই। আম বাগান পরিচর্যা ও বাজার জাতকরণের নানান আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হই। এসব পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে বাজারে আমার বাগানে উৎপাদিত আমের চাহিদা অন্যান্য বাগানীদের আমের চেয়ে বেশি। পাশাপাশি এলাকার অন্যান্য আম চাষীরাও এখন আমার নিকট আম বাগান পরিচর্যা বিষয়ক পরামর্শ নিতে আসে। এতে করে এলাকায় আমার গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে।"

আশরাফুল তার আজকের এই অবস্থানের জন্য ঘাসফুল এবং এসইপি প্রকল্পের কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত স্বশরীরে এবং অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করেন উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক শামসুল হক, খালেদা আক্তার, সাইদুর রহমান খান, মোঃ নাছির উদ্দিন, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাঈমুল আলম, মোঃ সেলিম, মোঃ নাজিম উদ্দিন, নাজমুল হাসান পাটোয়ারি, রাহেনা বেগম, মকসুদুল আলম কুতুবী, রবি রায় মালাকার ও মোঃ ওসমান। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন পরিচালক ফরিদুর রহমান, সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান প্রমুখ।

এক নজরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Microfinance Management	২৩-২৬জানুয়ারি ১৯-২৩ ফেব্রুয়ারি ১১ - ১৪ মার্চ	১৪জন ১২জন ১৬জন	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Human resources Management	২২-২৬জানুয়ারি	১জন	PKSF
Disability inclusive Disaster Risk Reduction	০৬-০৭ মার্চ	১জন	Center for disability in development (CDD)
Sustaining Organizational Legacy under executive leadership Training	১৮মার্চ	১জন	PKSF
Bangladesh Labour Law	১৮মার্চ	১জন	Enroute

শোক সংবাদ

আমরা শোকাহত

মাতৃবিয়োগ

ঘাসফুল দেলুয়া বাড়ি শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ মনিমুল হক এর মাতা গত ১২ জানুয়ারি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করে পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

পিতৃবিয়োগ

ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা সুমন দেব এর পিতা গত ০৮ মার্চ চমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোকে গমণ করেন। "ওঁগঙ্গাদহেয়ংসর্বগাত্রানি দিব্যান্ লোকান স্ব গচ্ছতু"! তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত এবং বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করে।

পিতৃবিয়োগ

ঘাসফুল দক্ষিণ খান শাখার হিসাবরক্ষক মোঃ হাবিবুর রহমানের পিতা ১৬ মার্চ ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানান।

প্রোগ্রামের নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিন মাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৭৭০জন
টিকাদান কর্মসূচি	৪১৫জন
পরিবার পরিকল্পনা	১১৭৪জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৫৬৪৭জন
হেলথ কার্ড	১১১০জন

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন সম্পন্ন

বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পালনের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ঘাসফুল গত ২০ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল ফিক্সড ক্লিনিক ও আগ্রাবাদ মুহুরি পাড়ায় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ ক্যাম্পেইন চলাকালীন ৬মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ান। এসময় ৬-১১ মাস বয়সী ৫৯৫জন শিশুকে নীল ক্যাপসুল ও ১২-৫৯ মাস বয়সী ১০০০জন শিশুকে লাল ক্যাপসুলসহ মোট ১৫৯৫জন শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নত চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায়। গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার সাপাহার ও আই হাই শাখায় মোট ৩টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা:

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা (জন)	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা (জন)	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা (জন)
সাপাহার	৩	৩৯৯	৬৬	৫৪
মোট	**০৩**	**৩৯৯**	**৬৬**	**৫৪**
ক্রমপুঞ্জিভূত	২০০	৩৬,৯৪৩	৫,২০১	৪,৪৯৮

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩১ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪৯৬৫
সদস্য সংখ্যা	৭৯৯৭৯
সঞ্চয় স্থিতি	৮৬৪৮৫৭৬৯৩
ঋণ গ্রহীতা	৬২৩১৫
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	২৪৫৮৯১৩১৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	২২৩২৩১৪৬৯৬১
ঋণ স্থিতির পরিমান	২২৬৫৯৮৪৭৩৯
বকেয়া	১৭১০৪২৩৭৩
শাখারসংখ্যা	৫৭

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

গত তিন মাসেক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৯০ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যুদাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৩০৮৪৭৫২/- (ত্রিশ লক্ষ চুরাশি হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৭৮৯১৭৯/- (সাত লক্ষ উননব্বই হাজার একশত উনআশি) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৩২৬৫০০/- (তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাচঁশত) টাকা।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি সংবাদ

বয়স্কভাতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিন মাসে মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ১৩৪জন প্রবীণকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা হারে মোট ২০১,০০০/-(দুইলক্ষ এক হাজার) টাকা বয়স্কভাতা ও ৪জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে মোট ৮০০০/- (আট হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ১৬৭জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

রুজি আক্তার'র স্বপ্ন পূরণ

রাজু দে
অফিসার (শাখা ব্যবস্থাপক)
পতেঙ্গা শাখা (শাখা কোড - ১০)
আই ডি নং:জি এফ/০৫৮/০২

রুজি আক্তার পিতা: মোঃ ইসহাক মিয়া, মাতা: শামসুন্নাহার, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত পূর্ব ভুজপুর কোম্পানী টিলা গ্রামের বাসিন্দা। ইসহাক মিয়ার ৪মেয়ে ও ১ ছেলের মধ্যে রুজি আক্তার বাবা-মার প্রথম সন্তান। রুজি আক্তারের পিতা কৃষক, মাতা গৃহিনী। পারিবারিকভাবে তাদের পরিবারে তেমন স্বচ্ছলতা ছিল না। ছোটবেলা থেকে তাঁর স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া শিখে একজন সফল উদ্যোক্তা হবেন। ৭ম শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে পড়ালেখা করা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কৈশোরে পা রাখতেই চাকরির সন্ধানে পাড়ি জমান চট্টগ্রাম শহরে এবং পরবর্তীতে পোষাক কারখানায় চাকরি নেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম সিটি কপোরেশন ইপিজেড থানার অধীনে (ব্যারিষ্টার কলেজ সংলগ্ন) সেইলর্স কলোনিতে বাস করেন। ২০০৩ সালে তার বিয়ে হয়, স্বামীর সহযোগিতায় রেশমী ফ্যাশন টেইর্লাস নামে ছোট একটি কাপড় দোকান শুরু করেন। উদ্যোক্তা হবার তাগিদে চাকরির পাশাপাশি শুরু করেন কাপড়ের ব্যবসা। কিন্তু পুঁজি না থাকায় তার উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে যাচ্ছে ভেবে হতাশ হয়ে পড়েন। একসময় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর খবর পান রুজি আক্তার। ঘাসফুল পতেঙ্গা শাখায় (শাখা কোড -১০) এসে যোগাযোগ করেন এবং তার উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্নের কথা জানান। পরবর্তীতে সংস্থার প্রতিনিধি তার প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন শেষে প্রকল্পটির সম্ভবনা যাচাই করে রুজি আক্তারকে ঋণ প্রদানে আগ্রহী হন। রুজি আক্তার ১৬.০৩.২০২১ইং তারিখে পতেঙ্গা শাখায় ভর্তি হয়ে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ক্ষুদ্র উদ্যোগ(ল্যাটারাল এন্ট্রি) কার্যক্রমের অধীনে ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত টাকা দিয়ে দোকনে কাপড় তুলে নতুন করে ব্যবসা শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে দোকানটি বড় করতে থাকেন। এতে করে তার ভিতরের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নটাও বড় হতে লাগল। তিনি সঠিক সময়ের মধ্যে ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় ৫০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত ঋণের টাকা দিয়ে তিনি দোকানের কাপড় তুলেন। এভাবে তার উদোক্তা হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে থাকে। ঘাসফুল থেকে ঋণ নিয়ে তার প্রকল্পটি বড় করেন। সর্বশেষ ১৯.০১.২৩ইং তারিখে এমডিপি-এএফ এর অধীনে সংস্থা থেকে ৭০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকার ঋণ গ্রহণ করেছেন। তিনি এ পর্যন্ত ঘাসফুল সংস্থা থেকে বিভিন্ন দফায় সর্বমোট ১,৭০০,০০০/- (সতের লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার দোকানে ২,২০০,০০০/- (বাইশ লক্ষ) টাকার মূলধন রয়েছে এবং ০৩জন লোকের কর্মসংস্থান করেছেন। এছাড়া রুজি আক্তার সার্ব্বক্ষণিক দোকানের দেখাশুনা করেন।আজ তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা। ভবিষ্যতে তিনি আরো একটি দোকান নেওয়ারস্বপ্ন দেখছেন। রুজি আক্তার ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলেন, ঘাসফুল একজন উদ্যোক্তার স্বপ্ন পূরণ ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। এতে করে সে যেমন খুশি, সমাজের মানুষরাও খুশি।

কেস স্টাডি

মেহেদী হাসানের ভার্মি কম্পোষ্ট (কেঁচো সার) উৎপাদন

মোঃ শাহদাত হোসেন
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, আরএমটিপি।

মোঃ মেহেদী হাসান রাকীব, পিতা মোঃ আবুল কালাম আজাদ, গ্রাম ও ডাক: মান্দাইল, ইউনিয়ন: আকবরপুর, উপজেলা: পত্নীতলা, জেলা: নওগাঁ। তিনি দীর্ঘ দিন যাবত গরু ও মুরগীর খামার পরিচালনা করে আসছিলেন। তার খামারে ৪টি শেডে প্রায় ৮০০০ হাজার মুরগী ও ৪৮টি উন্নতজাতের গরু রয়েছে। তিনি তার খামারের বর্জ্য নিয়ে বিপাকে পড়েন। কারণ, বর্জ্য গুলো রাখার জন্য একদিকে যেমন অতিরিক্ত স্থানের প্রয়োজন পড়ছে অন্য দিকে তা পরিবেশেরও ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে। এমতাবস্থায়, তার কথা হয় ঘাসফুল রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফর্মেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে। প্রকল্প কর্মকর্তারা তাকে এ বর্জ্য থেকে সার উৎপাদন করার বিষয়ে পরামর্শ ও উৎসাহ দেন। তিনি ঘাসফুলের আরএমটিপি প্রকল্পের জৈব সার উৎপাদন কারখানা উন্নয়ন কর্মকান্ডটি গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি প্রতিমাসে প্রায় ১০ থেকে ১২ টন জৈব সার (কেঁচো সার) উৎপাদন করেন, যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১,০০,০০০/-(এক লাখ) টাকা। এ বিষয়ে মেহেদী হাসান বলেন, "কেঁচো সার আমি নিজে জমিতে ব্যবহার করি এবং পাশাপাশি বিক্রি করে আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছি।" তিনি আরো বলেন, "ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদন করায় তার বর্জ্যগুলো যেমন সম্পদে পরিণত হচ্ছে অন্যদিকে পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাচ্ছে।" তার উৎপাদিত জৈব সার এলাকায় ব্যপক সাড়া ফেলেছে এবং কৃষকেরা তাদের জমিতে বিশেষ করে আম ও সবজি বাগানগুলোতে তা ব্যবহার করছে। ফলে, এলাকার কৃষকেরা রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহারের উৎসাহিত হয়েছে। আরএমটিপি প্রকল্পের মাধ্যমে ঘাসফুল এ বিষয়ে এগিয়ে আসায় ঘাসফুলের প্রতি তিনি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অভিনন্দন!

পারভীন মাহমুদ এফসিএ

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশের (আইসিএবি) সাবেক প্রেসিডেন্ট পারভীন মাহমুদ এফসিএ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আরডিআরএস বাংলাদেশ এর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও মাইডাসের পরিচালক নির্বাচিত হওয়ায় ঘাসফুল পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই ফুলেল শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ

ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য ও সাবেক সহ-সভাপতি ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ রোটারি ক্লাব অব চিটাগাং, রোটারি জেলা-৩২৮২ বাংলাদেশ এর গভর্ণর (২০২৪ - ২৫ সাল) নির্বাচিত হওয়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন!

জেরীন মাহমুদ হোসেন

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও চলপড়ি'র প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জেরীন মাহমুদ হোসেন মাসিক চাটগাঁ ডাইজেস্ট এর শীর্ষ-১০ পেশাজীবী নারী সম্মাননা প্রাপ্তিতে ঘাসফুল পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। এ অর্জনে সংস্থার পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। উল্লেখ্য সমাজসেবায় অবদানের জন্য তাঁকে এবারে "মাসিক চাটগাঁ ডাইজেস্ট শীর্ষদশ সম্মাননা" প্রদান করা হয়। বর্ষব্যাপী আলোচিত আলোকিত দশ কৃতী নারীকে প্রতিবছরের মতো এবারও সম্মাননা প্রদান করেন চট্টগ্রামের মাসিক পত্রিকা 'মাসিক চাটগাঁ ডাইজেস্ট'। গত ১৭ মার্চ চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব এস রহমান হলে 'মাসিক চাটগাঁ ডাইজেস্ট শীর্ষ দশ সম্মাননা ২০২৩' প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণে ও শ্রদ্ধায় পরাণ রহমানের ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন... শেষ পৃষ্ঠার পর

এদিন ঢাকাস্থ আজিমপুর কবর স্থানে মরহুমা শামসুন্নাহার রহমান পরাণের কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, ফাতেহা পাঠ এবং সংস্থার ঢাকা কার্যালয়ে আরেকটি দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, এরিয়া ম্যানেজার মকছুদ আলম কুতুবী, আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ সিরাজুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়াও ঢাকাস্থ আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচি'র সকল কেন্দ্রে ও সংস্থার সকল শাখায় দোয়া মাহফিল এবং নিকটস্থ একটি এতিম খানায় কোরানখানি ও তবারুক বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ১৯৪০ সালের ১জুন চট্টগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালে 'বেগম রোকেয়া পদক' এ ভূষিত করেন। তিনি ১৯৭২ সালে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরাণ রহমানের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১০টি।

শেষের পৃষ্ঠা
• বর্ষ ২০২৩ • সংখ্যা ০১
• জানুয়ারি - মার্চ

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২২ বছর

বেগম রোকেয়া পদক প্রাপ্ত উন্নয়নের পথিকৃৎ ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা

স্মরণে ও শ্রদ্ধায় পরাণ রহমানের ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

বেগম রোকেয়া পদকপ্রাপ্ত উন্নয়নের পথিকৃৎ, সংগঠক ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এর ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৮ ফেব্রুয়ারী

চট্টগ্রামের চান্দগাঁওস্থ ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী এবং অনলাইনে যুক্ত ছিলেন ঘাসফুল নিবার্হী পরিষদের সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, সাধারণ পরিষদ সদস্য ইয়াসমিন আহমেদ, ঝুমা রহমান ও জাহানারা বেগম। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, সহকারী পরিচালক শামসুল হক, খালেদা আকতার, সাদিয়া রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়াও উক্ত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাব চিটাগাং পারিজাত এলিটের প্রেসিডেন্ট লায়ন মোঃ জামাল উদ্দিন, লায়ন হোমায়রা কবির চৌধুরী, লায়ন সিজারুল ইসলাম, লিও সাজ্জাদ হোসাইন, ঘাসফুল'র প্রাক্তন উপ পরিচালক মফিজুর রহমান ও ব্যুরো বাংলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ।

◢ *বাকী অংশ ১৯তম পৃষ্ঠায় দেখুন*

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল ও ঘাসফুল বিকাশ কেন্দ্রে

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণ সম্পন্ন

পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আকর্ষণ বাড়াতে হবে। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের অসমাপ্ত কাজ সম্পাদন করতে হবে আমাদেরকে। সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে পরিবার থেকেও শিশুদের উৎসাহ দিতে হবে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পূর্ব মাদারবাড়ী সেবক কলোনীস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও ১৬ ফেব্রুয়ারি নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে বেগম রোকেয়া পদক প্রাপ্ত সামাজিক উন্নয়নের পথিকৃৎ ঘাসফুল ও লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিট এর প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এর ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর স্মরণে আয়োজিত শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পুরষ্কার বিতরণ এবং দোয়া মাহফিলে বক্তারা এসব কথা বলেন।

ঘাসফুল এডুকেশন কর্মসূচির সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, বিকাশ কেন্দ্রের সহায়িকা ও অভিভাবকবৃন্দ। এছাড়াও ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মাঝে ভ্যাসলিন ও লাক্স সাবান বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য ভ্যাসলিন ও লাক্স সাবান লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিট এর সহযোগিতায় ইউনিলিভার বাংলাদেশ এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম- ৪২১২, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org